পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের ওপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা

নাম: পূজা দাস বকসী

বিভাগ: সমাজতত্ত্ব

সেমিস্টার: ৬ষ্ঠ

পেপার: DSE 4

ক্রমিক নং: ১১১৬১১৬-২০০২৩০

রেজিস্ট্রেশন নং: ১১৬০১২৪ (২০২০-২০২১)

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

To Whom it May Concern

This is to certify that Ms. Puja Das Baksi, Semester:- Six, Roll No:- 1116116-200230 has done intersive field work at Muradpur Village, Chandipur, Purba Medinipur under my supervision.

DR. HASIBUL RAHAMAN

Depertment of Sociology

Haldia Govt. College

ঘোষণা পত্র

আমি এত দ্বারা ঘোষণা করছি যে, "পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের ওপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা", শীর্ষকে যে অনুসন্ধানমূলক কাজটি উপস্থাপন করেছি যা সমাজতত্ত্বে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার একটি আংশিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করে। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির কাজ আমি অধ্যাপক ড. হাসিবুল রহমান এর অধীনে সম্পূর্ণ করেছি। সঙ্গে আমি আরো ঘোষণা করছি যে এই অনুসন্ধান কাজটি সম্পূর্ণ মৌলিক এবং এই কাজটি আমি আংশিক বা সমানভাবে অতীতের কথা উপস্থাপন করিনি এবং ভবিষ্যতেও করবো না।

অধ্যাপকের স্বাক্ষর
(Signature of Supervisor)

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর
(Signature of Student)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
(Acknowledgement)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতক ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে উপস্থাপিত এই ক্ষেত্রসমীক্ষা। এই ক্ষুদ্র গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে আমি যাদের কাছ থেকে আন্তরিক উৎসাহ, সহযোগিতা ও নির্দেশনা লাভ করেছি তাদেরকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ পীযূষ কান্তি ত্রিপাঠি মহাশয়কে। যার অনুমতি ছাড়া আমরা আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। এরপর কৃতজ্ঞতা জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগীয় প্রধান ডঃ হাসিবুল রহমান স্যারকে। যার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আমরা গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করেছি। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষিকা ডঃ অনন্যা চ্যাটার্জী ও মৌতন রায় মহাশয় কে। সমীক্ষা ও গবেষণার কাজে যাদের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি, এবং পরিবারের পিতা মাতা ও পরিবারের সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই যারা এই গবেষণাটি গড়ে তুলতে মনোবল ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এনাদের প্রত্যেকের সাহায্য ছাড়া এই গবেষণাটি রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না।

মুরাদপুর গ্রামের বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা আশ্রমের সেই সকল ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাদের থাকা খাওয়া ও নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও গ্রামের প্রত্যেক জনসাধারণ যারা আমাদের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই সেই সকল গ্রন্থ রচয়িতাদের যাদের বই দেখে আমরা আমাদের এই পণপ্রথা নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে সফল হয়েছি। ধন্যবাদ জানাই আমার সকল বন্ধু-বান্ধবীদের যারা আমার সঙ্গে থেকে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে।

তারিখ:

-ইতি
পূজা দাস বকসী

সূচিপত্র

অধ্যায়ের নং	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	১) ভূমিকা ক) সামাজিক সমস্যা খ) সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ গ) পণপ্রথার সংজ্ঞা ঘ) পণপ্রথার ইতিহাস	1-3
	১.১) বিষয় নির্বাচন (Statement of the Problem)	4
	১.২) পুস্তক পর্যালোচনা (Review of Literature)	4-6
	১.৩) গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective of the Study)	7
	১.৪) গবেষণালব্ধ পদ্ধতি (Research Methodology)	8-9
	১.৫) অসুবিধা (Limitations)	10
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of Data)	11-21
তৃতীয় অধ্যায়	জীবন বৃত্তি (Case Study)	22-29
চতুর্থ অধ্যায়	সারাংশ ও উপসংহার (Substance & Conclusion)	30-31
	পরিশিষ্ট (Appendix)	32
	সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি (Reference)	33

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা

১. ভূমিকা

সামাজিক সমস্যা হল এমন এক নেতি বাচক ঘটনা যা সমাজে বসবাসকারি মানুষ কে জীবন যাপনে বাধা সৃষ্টি করে।এটি সামাজিক জীবনযাত্রায় বাধা প্রদান করে আবেগীয় ও অর্থনৈতিক ভাবে সামাজিক উন্নয়ন ব্যবহৃত হয়। সামাজিক সমস্যা কম বেশি সব সমাজেই রয়েছে। ব্যাক্তি জীবন ও পরিবার জীবনে মানুষের যেমন বিভিন্ন সমস্যা দেখ দে তেমনি সমাজ জীবনেও মানুষকে নাম সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। সামাজিক সমস্যা মূলত সমাজেরই এক ধরনের অবস্থা যা মানুষ পছন্দ করেনা আর কামনাও করে না। সামাজিক সমস্যায় মানুষ আর পড়তে চায় না। তেমনি সমস্যায় পড়লে টা থেকে সকলে মুক্তি পেতে চায়। সামাজিক সমস্যা কিন্তু প্রাকিতিক সমস্যা, শারীরিক ইত্যাদি থেকে আলাদা। সামাজিক সমস্যা জন্ম হয় নাম কারণে আবার সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদিও সমস্যায় এর ভয়াবহতা সম্পর্কে একমত না হয় তবে সামাজিক সমস্যা বলা যাবে না। প্রাকৃতিক, ভৌগলিক, দৈহিক মানসিক, সামাজিক , সাস্কৃতিক ইত্যাদি কারণ সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ী। তবে একটি মাত্র কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয় না বরং একাধিক কারণের ফলে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সঙ্গত কারণে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করার পন্থাও একটি নয়। বরঞ্চ বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন কৌশলে সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয় । বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও কলা কৌশল প্রয়োগ করে সামজিক সমস্যা মোকাবিলা সামাজিক বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সংজ্ঞা:-

সমাজ সৃষ্টির পর থেকেই সমাজ সদস্যরা সামাজিক সমস্যা অনুভব করেছে। এ সমস্যা সমাজের মধ্য হতেই সৃষ্টি হয়েছে। এটি এক ধরনের সামাজিক অবস্থা। সমাজে বসবাসকারি মানুষের কারণেই এটির সৃষ্টি হয়। আবার সমাজের মানুষই সমস্যার মোকাবেলায় সামর্থ্য হয়। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে সামাজিক সমস্যার সচেতনতা দিয়েছেন।

হর্টন ও লেসিস বলেছেন যে, " সামাজিক সমস্যা হল এমন এক সামাজিক অবস্থা যা সমাজের অধিকাংশ লোকের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং সংঘবদ্ধ ভাবে যা মোকাবিলা করার প্রয়োজীয়তা অনুভূত হয়।"

ড্রাইড্রেন উল্লেখ করেছেন যে, " সামাজিক পরিস্থিতি বলতে এমন এক সমস্যাকে বোঝায় যা চাপ উত্তেজনা দ্বন্দ্ব এবং হতাশা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।"

সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ:-

সমস্যার উদ্ভবের স্থানের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক সমস্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা - i) শহুরে সামাজিক সমস্যা

ii) গ্রামীণ সামাজিক সমস্যা

ক্লারেন্স মার্শাল সামাজিক সমস্যার উৎস প্রসঙ্গে চার ধরনের রূপের উল্লেখ করেছেন –

i) প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যেগুলি উদ্ভূত

ii) যেগুলি জনসপ্রদায়ের প্রকৃতি ও বিন্যাসের মধ্যে অন্তর্নিহিত

iii) যেগুলির উৎস ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক সংগঠনের জন্য

iv) সমাজের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দন্দের ফলে যেগুলি সৃষ্টি হয়

ফ্যুলার এবং মাইয়ার্স তিন ধরনের সামাজিক সমস্যা উল্লেখ করেছেন –

ক) প্রাকৃতিক সমস্যা:-

যদিও এই সমস্যা গুলি সমাজকে প্রভাবিত করে তবুও এর কারণসমূহ মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না। যেমন **-** বন্যা বা খরা।

খ) উন্নতিসাধক সমস্যা:-

এই সমস্যা গুলির প্রভাব সমন্ধে ঐক্যমত থাকলেও এর সমাধান সমন্ধে মত পার্থক্য রয়েছে। যেমন **-** অপরাধ**,** দারিদ্র্য**,** মাদকাশক্তি।

গ) নীতিগত সমস্যা:-

এই সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ সমন্ধে কোনো ঐক্যমত নেই। যেমন **-** জুয়াখেলা**,** বিবাহবিচ্ছেদ।

পনপ্রথার সংজ্ঞা

ভূমিকা

বিবাহকে কেন্দ্র করে বা বিবাহ উপলক্ষে পাত্র-পাত্রী এবং তাদের বাবা, মা এবং তাদের নিকট জ্ঞাতির মধ্যে দান, উপহার, উপঢৌকন এবং অন্যান্য সামাজিক বা ধর্মীয় প্রথানুযায়ী প্রদেয় দেনা পাওনা বোঝানোর জন্য, পৃথিবীর সব দেশে সব সময়ই বৈবাহিক লেনদেনের প্রথা রয়েছে । বাংলাদেশের সমাজেও বিবাহ উপলক্ষে অনেক রকমের লেনদেন হয় থাকে।

পণপ্রথা:-

এদেশের সমাজে এমন একটা সময় ছিল যখন পাত্রীর বাবা-মা কে পাত্রীর জন্য অর্থাৎ পাত্রীকে বিবাহ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট অংকের টাকা পণ হিসাবে দিতে হত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও চতুর্থ দশকে অর্থাৎ ৬০ এর দশকেও প্রথাটি লক্ষ্য করা গিয়ে ছিল। তখন কনের বাবা কন্যাকে ভরণপোষণ ও বরপক্ষকে আদর আপ্যায়ন করা বাবদ নগদ অর্থ দিতেন । এটাকে পণ প্রথা হিসাবে গণ্য করা হয়।

পণ প্রথা ছাড়া বিয়ে করার নজির তখন কম দেখা যেত । সময়ের পরিবর্তনের ফলে পণ প্রথা আজ দেখা যায় না। বরং কন্যা পনের মতো এক বিপরীত প্রথা মুসলিম সমাজে দেখা যায়। যা ১৯৮০ সালে আইন পাস করে বিলোপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

পণ প্রথার পরিবর্তে যৌতুক প্রথা আমদের আমাদের সমাজে প্রবেশ করে, সমাজকে ধংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সচেতন জনগন কে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

পণপ্রথার ইতিহাস

মনুষ্য জীবনে বিবাহ একটি সামাজিক বিধান। ব্যাক্তি ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে শান্তি ও শৃঙ্খলা অনায়ননের বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ সবই এর মূল উদ্দেশ্য আর পণপ্রথা হল হৃদয়হীন সমাজের নারী পীড়নের নির্লজ্জ হাতিয়ার। নারীর অধিকার হরণের চিত্র সর্বযুগের নয়। এই ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় আছে ঋকবেদে কক্ষীবানের কন্যা সম্প্রদানের ঘটনায়। মহাভারতে সুব্রত উপাখ্যানে আমাদের বঙ্গভূমিতে রাজা বল্লাল সেনের আমল থেকে কৌলিন্য প্রথার ফলে কুলীন পাত্রের চাহিদা বিয়ের বাজারে বেড়েছিল অস্বাভাবিক রকম। কন্যা অরক্ষনীয়া হওয়ার পূর্বে পাত্রস্থ করে সামাজিক নিপীড়ণ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইতেন পিতামাতা। মোটা অর্থ প্রাপ্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ছাতনা তলায় দাঁড়াতেন কুলীন বংশীয় তনয়। এই হল আমাদের পণপ্রথার ও যৌতুক প্রথার ইতিহাস।

১.১ বিষয় নির্বাচন (Statement of the Problem)

আমি এই বিষয়টিকে নির্বাচন করেছি কারণ আমি দেখেছি আধুনিক সমাজে অনেক মেয়ে বিয়ে করতে চাইছে না । এই পণ প্রথার জন্য অনেক বাবা তার মেয়েদের কে নিয়ে চিন্তিত। আজকের যুগে দাঁড়িয়ে একটি মেয়েকে এবং তার পরিবারকে এই সমস্যার সম্মখীন হতে হয়েছে। ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে এই সমস্যা দেখা যায়। যেমন - পাঞ্জাব, বিহার, হরিয়ানা ইত্যাদি রাজ্যে মেয়েদের কে এখনও পনপ্রথার স্বীকার হতে হয়েছে।

এছাড়া আমাদের সমাজে অনেক রকম সামাজিক সমস্যা রয়েছে। যেমন - ভিক্ষাবৃত্তি, মদ্যপান ইত্যাদি। এই সামাজিক সমস্যা গুলির মধ্যে আমি পণ প্রথা কে নির্বাচন করেছি কারণ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলে দাবি করছি। অথচ আলোর নিচে এখনও অন্ধকার রয়েছে। এই পণ প্রথার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এখনও গরীব ঘরের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না। ফলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব মেয়েরা খারাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ায় মানুষ তাদের দোষ দিচ্ছে। কিন্তু মানুষ এটা বুঝছে না যে, দোষটা মেয়েটার নয় , সমাজের। সমাজে পনের জন্য বিয়ে হচ্ছে না এবং সমাজ মেয়েটাকে দোষী ভাবছে। তাই এই পণপ্রথা বিষয়টি আমাদের সমাজে কতটুকু আছে , সেটা জানার জন্য আমরা এই পণপ্রথা বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

১.২ পুস্তক পর্যালোচনা

•2006 সালে অনাদি কুমার মহাপাত্র তাঁর সামাজিক সমস্যা নামক একটি গ্রন্থ বা পুস্তক রচনা করেন। তিনি তাঁর ঐ বইতে পণপ্রথা বা যৌতুক বিবাহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

•2001 সালে অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী তাঁর ভারতের সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে মূল বিকৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি পণ প্রথা নিয়ে সমালোচনা করেছেন।

•ডা: সুব্রত সেন তাঁর সতীপ্রিয়া এবং পণপ্রথা বইতে পণপ্রথা আইন নিয়ে আলোচনা করেছেন।

•Dr. Ahuja Ram 1997 সালে Social Problem in India নামক গ্রন্থে পণপ্রথা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

• এছাড়া আরো অনেক সমাজবিদ এবং লেখক তাদের রচিত বইতে পণপ্রথা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বর্তমান সমাজর পরিচিত নাম 'পণপ্রথা'। এটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে বিবাহ নামে সামাজিক প্রক্রিয়াটির সাথে। মনুষ্য সমাজে এটি প্রণতিত হয়েছিল মানুষর যৌনজীবন কে নিয়ন্ত্রনের জন্য। এটি আবার পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির সাথে খুব নিবীড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, এককথায় বলা যায় পরিবার ও বিবাহ একে অপরের পরিপূরক। এই বিবাহ প্রক্রিয়া বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিবাহের উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা ও গঠন সমাজ ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু একটি প্রক্রিয়া হিসবে বিবাহের উপস্থিতি সর্বত্র। আর এই বিবাহ নামটির আগমনের সাথে সাথে পণপ্রথা বা যৌতুক শব্দটির আগমন ঘট। এই পণপ্রথার সংবিধানিক স্বীকৃতি নেই তবুও দেখা যায় কণ্যার পিতা-মাতা প্রচুর পরিমানে পণ দান করে। এর কারন হিসাবে সমাজ বিজ্ঞানীগন মনে করেন যে, কন্যার জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে এই ধরনের সম্পত্তি দান করেন। উদাহরন হিসাবে রাজপুত সম্প্রদায়ের কথা বলা যায়। যারা বিবাহের পর পণস্বরুপ বহু পরিমান যৌতুক দান করেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশ এই ধরনের পণদান ও গ্রহণ আইন স্বীকৃত না হলেও সমাজ স্বকৃত ও বহুল প্রচলিত। শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরেই নয় ভারতের খ্রিস্টান দের মধ্যেও এই প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতের কেরালায় মর্যাদা প্রকাশের লক্ষ্যে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বিবাহে পণ দান করে। (Ahuja, mukhesh, 1996).

পণপ্রথা আমাদের সমাজের একটি অন্ধকার দিককে চিহ্নিত করে। বর্তমানে বহু শিক্ষিত পরিবারেও এই প্রথার প্রচলন দেখত পাওয়া যায়। নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এই পণপ্রথা। আমরা যদি আমাদের সমাজ থেকে কিছুটা বেরিয়ে বহিরাগত সমাজের দিকে চোখ রাখি তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন সমাজে দেখতে পাবো যে সেখান পণপ্রথার অস্থিত্বই নেই। আমরা দেখত পাচ্ছি যে বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে পৌঁছেও আমরা আন্যান্য দেশের থেকে কতটা পিছিয়ে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদির দিকে আমরা দিনের পর দিন উন্নতি করলেও আমদের চিন্তাভাবনার কোনো বিশেষ উন্নতি হয়নি। এই দিকে একজন প্রাচীন মানবের সাথে আমদের কোনো পার্থক্য নেই। (GR. Madan, 1933)

পণপ্রথার লেনদেন আমাদের সমাজে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে, অনেকে মনে করে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদার মাপকাঠি। কে কতটা পণ পেল সেটাই যেন মনেকের দৃষ্টিতে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদার নির্নায়ক। এই কারনেই আমাদের সমাজে বিয়ে নামক সামাজিক প্রক্রিয়াটি বর্তমানে একটি বিনিময় প্রথায় রুপান্তরিত হয়েছে। আমরা প্রচলিত কথায় বলে থাকি যে বিবাহ হল কম বেশি স্ত্রী ও পুরুশের মধ্যকার দ্বৈত সম্পর্ক যা মানুষের বংশ বিস্তারে বা সন্তান গ্রহনের পরেও বজায় থাকে। কিন্তু এর বাস্তব রুপ কি এটাই? যাইহোক বিবাহ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পণপ্রথার প্রসঙ্গটি আলোচনা পূর্বে ইতিহাস ও নৃবিজ্ঞানের ধারায় চোখ ফেরালে দেখা যায় প্রচীনকালে পণপ্রথা বা উপহার দান প্রথা আদিম অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সেসময় কোনো বাড়িতে অতিথি এলে তাকে যৌতুক দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তখন বিভিন্ন সমাজ দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সন্ধি কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য মেয়ের বিয়ে দেওয়া হত। বিয়েতে কণ্যা এবং অর্ধেক রাজত্ব দানের রীতি চালু ছিল। প্রগঐতিহাসিক যুগ ভারতীয় সমাজের রত্নালঙ্কার দাসদাসী, গরু, মহিষ, হাতি, প্রভৃতি যৌতুক দেওয়ার প্রথা ছিল। দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সংগৃহীত ময়মনসিংহ গীতিকা, দেওয়াল, মদিনা এবং পুঁথিসাহিত্যে তার প্রমাণ মেলে। (Ram Ahuja, 1996)

Ram Ahuja তাঁর "**Social problem in India**" নামক গ্রন্থে "Dowry Death" সম্পর্কে বলেছেন -- "Dowry-death either by way of suicide by a harassed wife or murder by the greedy husband and law have indeed become a cause of great concern for parents, legislators, police, courts and society as a whole.

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্যে

এই অধ্যয়নের সাধারণ উদ্দেশ্য হল - কারণ পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতার মূল্যায়ন করা। অতীত এবং বর্তমান সময় অধ্যায়ন এলাকায় যৌতুক প্রথা কিভাবে অনুসরণ করা হয়। উপরন্তু গবেষক পরিবর্তন খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। যৌতুক প্রথার পাশাপাশি ধারাবাহিকতা কি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বর্তমান সময়ে অব্যাহত রয়েছে কি না। গবেষণার প্রধান অনুসন্ধান গুলি নিম্নরূপ -

i) নির্দিষ্ট অধ্যায়ন এলাকায় যৌতুক প্রথার কারণ খুঁজে বের করা।

ii) যৌতুক প্রথার পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করা।

iii) যৌতুক প্রথা এবং এর পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করা।

iv) বিবাহের প্রকৃতি ও পণের প্রকৃতি বিচার করা।

v) সমাজে বিবাহে পণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।

vi) আর্থ- সামাজিক অবস্থার পরপ্রেক্ষিতে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা ।

vii) মেয়েরা তাদের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে কতখানি সচেতন এবং তার সাথে ' পণপ্রথা কী ' তা জানা।

viii) পরিবারের অর্থনীতির ওপর পণপ্রথার প্রভাব জানা।

ix) সামাজিক সমস্যা হিসাবে পণপ্রথা সম্পর্কে জানা ।

x) পণের পরিবর্ত রূপ এবং জন জীবনে আইনের প্রভাব সম্পর্কে জানা।

xi) 'মেয়েরা কেন এখনও পর্যন্ত পণপ্রথার শিকার হয় ' - পর্যবেক্ষক হিসাবে কারণ অনুধাবন করা।

xii) পণপ্রথার বিরুদ্ধে মেয়েদের সচেতনতা বাড়ানো।

১.৪) গবেষণামূলক পদ্ধতিবিদ্যা

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী সম্মানিক সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে একটি ক্ষেত্র বা গ্রাম নির্বাচন করতে হয়। এই গ্রাম নির্বাচনের বিষয়টি সাধারনত আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দগণ করে থাকেন। বিভিন্ন সমাজতাত্বিক বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে এবছরও তার ব্যাতিক্রম হয়নি।

ক্ষেত্র সমীক্ষার পূর্বেই আমাদের বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বৃন্দ সমস্ত বিধিসম্মত স্থানটিতে প্রদর্শন করে সকল সমাজতাত্বিক দিক ও অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধা গুলোকে মাথায় রেখে এবছর অর্থাৎ 2023 সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডিপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামটিকে সমাজতাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিক ভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থাৎ এককথায় আমাদের বিভাগে সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বৃন্দ উল্লিখিত অঞ্চলটিতে মোট অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে পাইলট সার্ভে করেছিলেন।

মুরাদপুর গ্রামে আমাদের সমাজতাত্বিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার কাজটি তরান্বিত করার জন্য যে ধরনের পূর্ব পরিকল্পনা করার প্রয়োজন এবং যেসকল আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং কোন সময় কোন স্থান থেকে আমরা মুরাদপুর গ্রামের দিকে রওনা দেব সে বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়ার জন্য বিভাগীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বৃন্দ একটি Online মিটিং এর আয়োজন করেছিলেন। সেই মিটিং এ আমাদের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা নির্দেশ করে দিয়েছিলেন যে ক্ষেত্র সমীক্ষার অঞ্চলটিকে কিভাবে এবং কী ধরনের আচরণ আমরা উত্তরদাতার সাথে করবো , শুধু তাই নয় গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য Research Method টি অর্থাৎ গবেষণা পদ্ধতির সম্পর্কে আমাদের বিশদে জানানো হয়েছিল।

এরপর 2023 সালের 11 ই February সকাল 9:30 নাগাদ আমরা সবাই বাসে করে ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ শুরু করার জন্য মুরাদপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম।

অবশেষে আমরা দুপুর 12 টা নাগাদ সেখানে পৌঁছাই। মুরাদপুর গ্রামে এসে পৌঁছানোর পর দুপুরের খাওয়ার পর সবাই নিজের রুমে চলে যাই।

এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটি মূলত দুই ধরনের তথের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই দুই ধরনের তথ্য গুলো হল - i) প্রাথমিক তথ্য, ii) গৌণ তথ্য। এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা মুরাদপুর গ্রামের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের একটি আবাসিক রুমে 11-14 তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি শীর্ষক বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা যে সকল সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি সেগুলি হল- প্রশ্নমালা (Questionnaire), তালিকা (Schedule), পর্যবেক্ষণ (Observation), জীবনবৃত্তি (Case Study), সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview)। এছাড়াও আমরা Case Study সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নমুনায়ন(Sampling) নামক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিটির সাহায্য নিয়েছি। সমাজতত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে আমরা সবাই জানি নমুনায়নের অনেক গুলি ভাগ রয়েছে। কিন্তু সমাজের উদ্দেশ্য পূরণ জন্য এক্ষেত্রে আমরা পারস্পরিক সেম্পলিং (উদ্দেশ্যমূলক সেম্পলিং) নামক পদ্ধতিটির ব্যাবহার করেছি। আবার পক্ষান্তরে আমরা এটাও জানি যে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অনেক ভাগ রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা পার্টিসিপেট অবজার্ভ ওয়ার্ড নামক পদ্ধতি ব্যবহার করেছি।

এছাড়াও এই গবেষণা মূলক কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমরা গৌণ তথ্যের সাহায্য নিয়েছি। গৌণ তথ্য সংগ্রহ করার উৎসগুলি হল- বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, জার্নাল পেপার, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, লাইব্রেরীর বই, বিভিন্ন বক্তৃতা এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ।

সুতরাং এককথায় এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব উত্তরদাতা ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১.৫ গবেষণার অসুবিধা

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে আমরা সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বেশ কিছু অসুবিধাতে পড়ে ছিলাম। সেগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল -

i) এই বিষয়ে গবেষণা করার জন্য আমাদের একটা প্রশ্নপত্র তৈরি করছি। এই প্রশ্নপত্র নিয়ে আমরা যখন একটি মুসলিম বাড়িতে যাই, ওনারা আমার কোনো কথা না শুনে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয় ফলে কোনো প্রশ্নই করা হয়নি। তাই খুব অসুবিধা হয়।

ii) অন্য একটি বাড়িতে যখন আমি প্রশ্নপত্র নিয়ে যাই, ওনারা আমার সব কথাবার্তা শোনেন তারপর আমাদের একটুও সাহায্য করবেন না বলে দেন।

iii) আর একটি বাড়িতে একটি কাকিমা আমদের দেখেই দরজা বন্ধ করে দেন।

এছাড়াও আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে দিনেরবেলাতেও কারেন্ট না থাকায় খুবই অসুবিধা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

ভূমিকা:-

গ্রামের নাম- মুরাদপুর, থানা - চন্ডিপুর, পিনকোড- ৭২১৬২৬, পঞ্চায়েত অফিসের নাম- দিবাকরপুর, ডাকঘর - হাঁসচড়া, পঞ্চায়েত প্রধানের নাম - চিন্ময় ভূঁইয়া, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে আমরা হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে সমাজবিদ্যা বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা সকল ছাত্র-ছাত্রীরা পণপ্রথা বিষয়ের ওপর সমীক্ষা করতে গিয়ে সেখানকার পরিকাঠামো, জনসংখ্যা, জাতি, বেকারত্ব, এবং যৌতুক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রাপ্ত তথ্য গুলিকে বিশ্লেষণ করা হল।

সারণী নং -১

উত্তরদাতার সংখ্যা ও জনসংখ্যা

উত্তরদাতার সংখ্যা(জন)	জনসংখ্যা(জন)
115	557

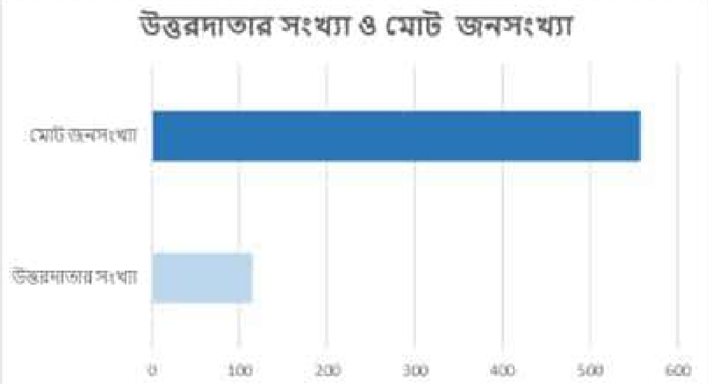

মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা সম্পর্কে গবেষণা করে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে আমরা যে উত্তর গুলো সংগ্রহ করেছি তা একত্রিত করে উত্তরদাতার সংখ্যা ও মোট জনসংখ্যা নিয়ে একটি সারণী তৈরি করেছি। এই সারণী থেকে বোঝা যায় এই গ্রামে উত্তরদাতার সংখ্যা 110 জন এবং মোট জনসংখ্যা 557 জন |

সারণী নং- ২

উত্তরদাতাদের বয়সগত বণ্টন

উত্তরদাতার বয়স (বছর)	মোট উত্তরদাতা (জন)	শতকরা (%)
15-25	15	13.63
26-36	21	19.12
37-47	34	30.90
48-58	25	22.72
59+	15	13.63

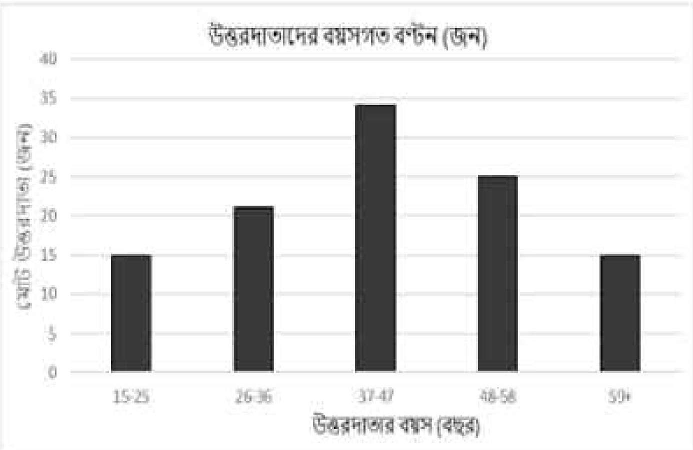

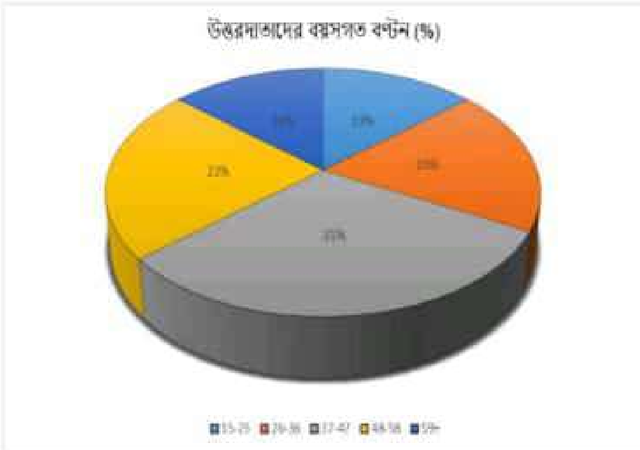

মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা সম্পর্কে গবেষণা করে উত্তরদাতার কাছে থেকে যে উত্তর গুলো সংগ্রহ করেছি তা উত্তরদাতার বয়সের একটি সারণী তৈরি করেছি।

এদের মধ্যে 15-25 বছর বয়সের মধ্যে 15 জন (13.63%) মানুষ রয়েছে। 26-36 বছর বয়সের রয়েছে 21 জন (19.12%) মানুষ। 37-47 বছর বয়সের মানুষ রয়েছে 34 জন (30.90%)। 48-58 বছর বয়সের মধ্যে রয়েছে 25 জন অর্থাৎ 22.72% মানুষ । এছাড়া 59 বছর বয়সের উর্ধ্বে 15 জন অর্থাৎ শতকরা 13.63% মানুষ রয়েছে।

সারণী সংখ্যা - ৩

উত্তরদাতাদের জাতি গত বণ্টন

জাতি	মোট উত্তরদাতা (জন)	শতকরা(%)
General	99	90%
ST	5	4.54%
SC	4	3.63%
OBC	2	1.81%

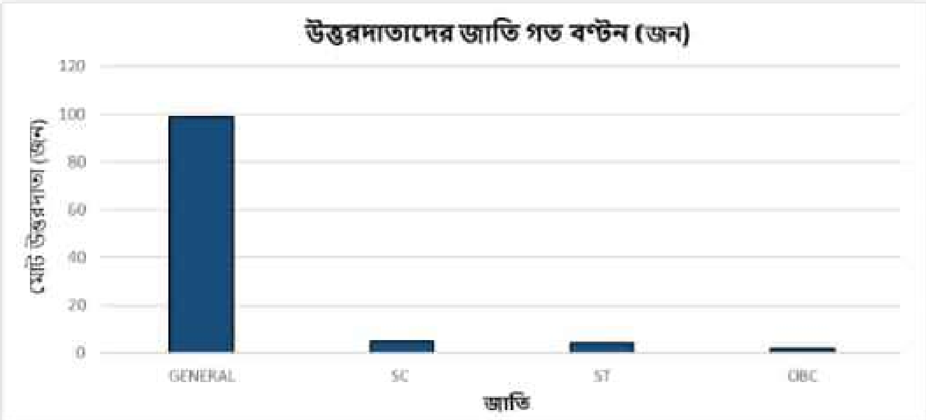

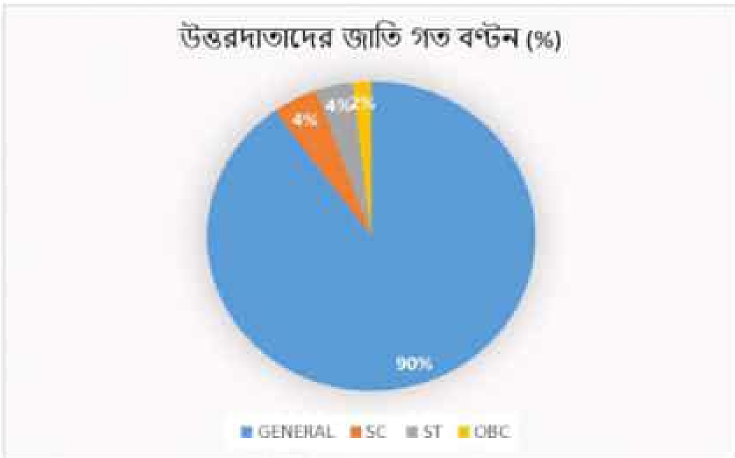

মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা সম্পর্কে গবেষণা করে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে যে উত্তর গুলো সংগ্রহ করেছি তা একত্রিত করে উত্তরদাতাদের জাতি গত সারণী তৈরি করেছি

এদের মধ্যে General-99 জন, SC-5 জন, ST-4 জন, OBC- 4 জন। শতকরা হিসেবে General- 90%, SC- 4.54%, ST- 3.64%, OBC-1.81%

সারণী সংখ্যা– ৪

উত্তরদাতাদের ধর্মগত বণ্টন

ধর্ম	মোট উত্তরদাতা (জন)	শতকরা (%)
হিন্দু	100	90.90%
মুসলিম	10	9.09%
মোট	**110**	**100%**

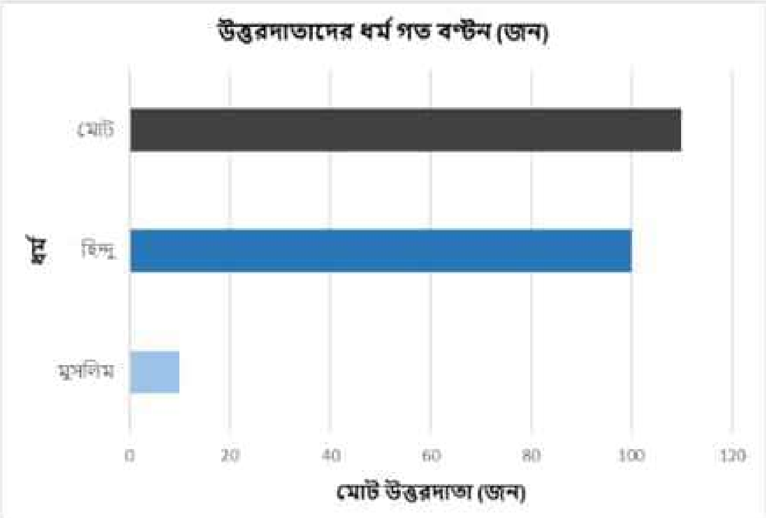

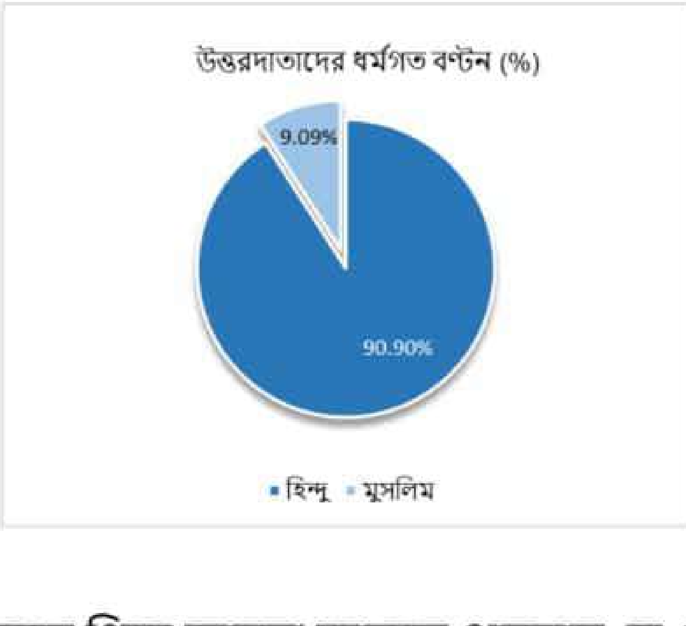

মুরাদপুর গ্রামে গবেষনা করতে গিয়ে আমরা জানতে পারলাম যে ওই গ্রামে হিন্দু মুসলিম দুই ধরনের মানুষ বসবাস করে। যার মধ্যে 100 জন ছিল হিন্দু এবং 10 জন ছিল মুসলিম।

সারণী সংখ্যা-৫

উত্তরদাতাদের পেশাগত বণ্টন

পেশা	মোট উত্তরদাতা (জন)	শতকরা (%)
চাকুরী	15	13%
কৃষিকাজ	42	38%
দিনমজুর	20	18%
ব্যবসা	16	14%
অন্যান্য	17	15%
মোট	**110**	**100%**

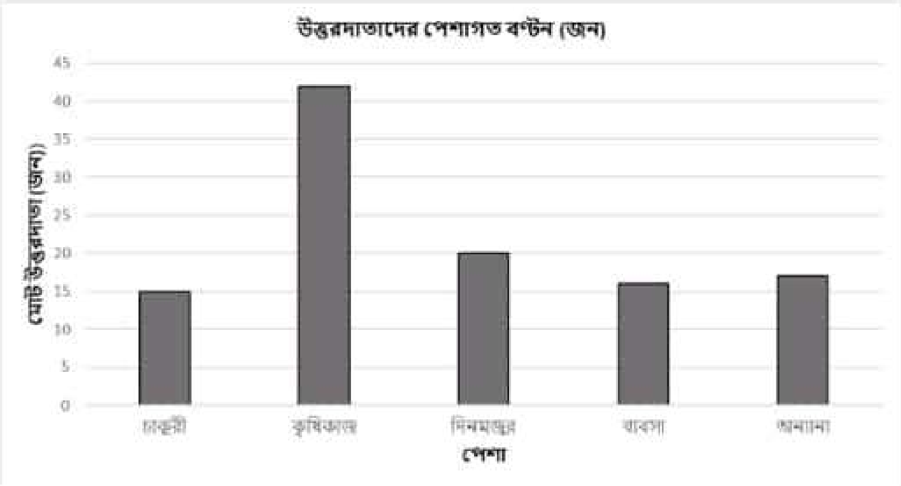

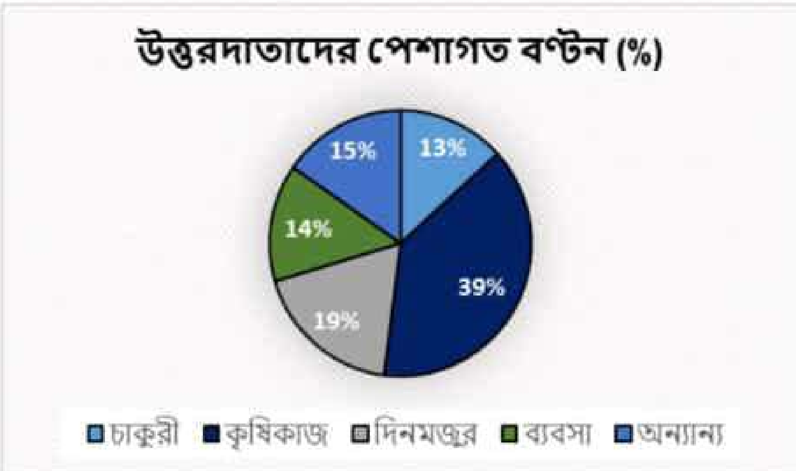

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে আমরা ছাত্রছাত্রীরা মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথার ওপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখতে পাই যে উত্তরদাতাদের পেশার মধ্যে চাকুরী করেন 15 জন (13%), কৃষিকাজ করেন 42 জন (38%), দিনমজুর 20 জন (18%), ব্যবস্থা করেন 16 জন (14%) এবং অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত 17 জন অর্থাৎ 15% মানুষ।

সারণী সংখ্যা- ৬

উত্তরদাতাদের উপার্জনগত বণ্টন

উপার্জন (টাকা)	মোট উত্তরদাতা (জন)
40000 এর নিচে	23
40000-60000	28
61000-81000	7
81000-100000	27
100000 এর ওপর	25

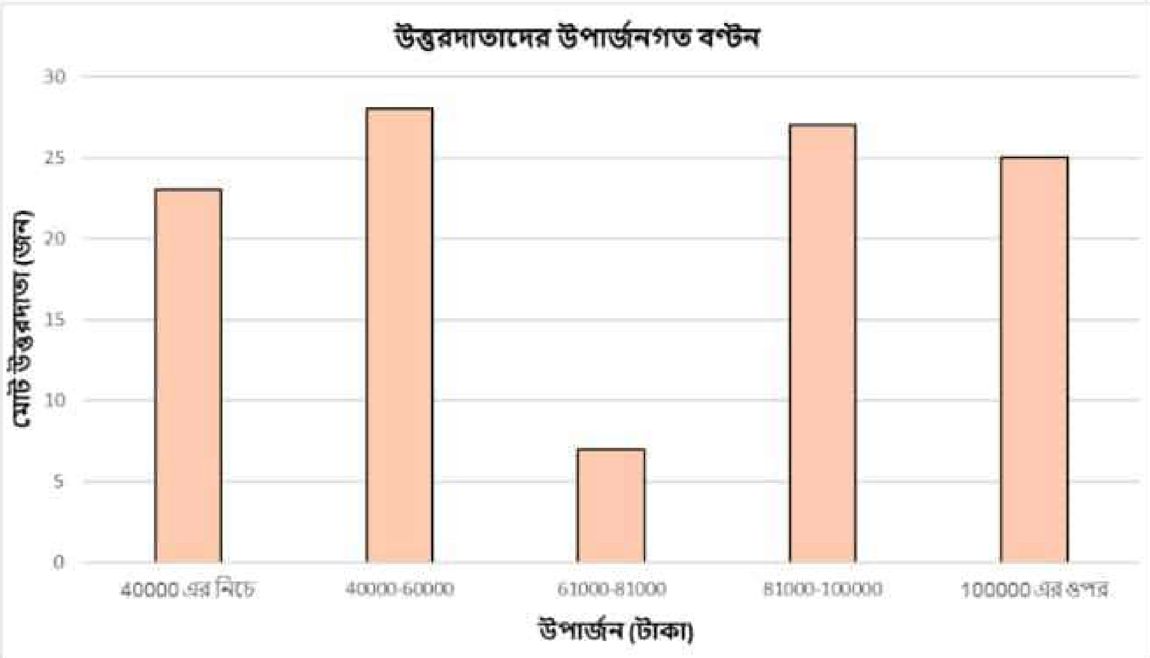

মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথার ওপর গবেষণা করতে গিয়ে আমরা জানতে পেরেছি যে ওই গ্রামে উত্তরদাতার উপার্জন বলতে গেলে 40000 টাকার এর নিচে উপার্জন করেন 23 জন, 40000-60000 টাকার এর মধ্যে উপার্জন করেন 28 জন, 61000-81000 টাকার মধ্যে উপার্জন করেন 7 জন, 81000-100000 টাকার মধ্যে উপার্জন করেন 27 জন এবং 100000 টাকার বেশি উপার্জন করেন 25 জন উত্তরদাতা।

সারণী সংখ্যা- ৭

উত্তরদাতার বাড়ির ধরন

বাড়ির ধরন	বাড়ির সংখ্যা	শতকরা (%)
কাঁচা	36	32%
পাকা	70	63%
সেমি পাকা	4	3%

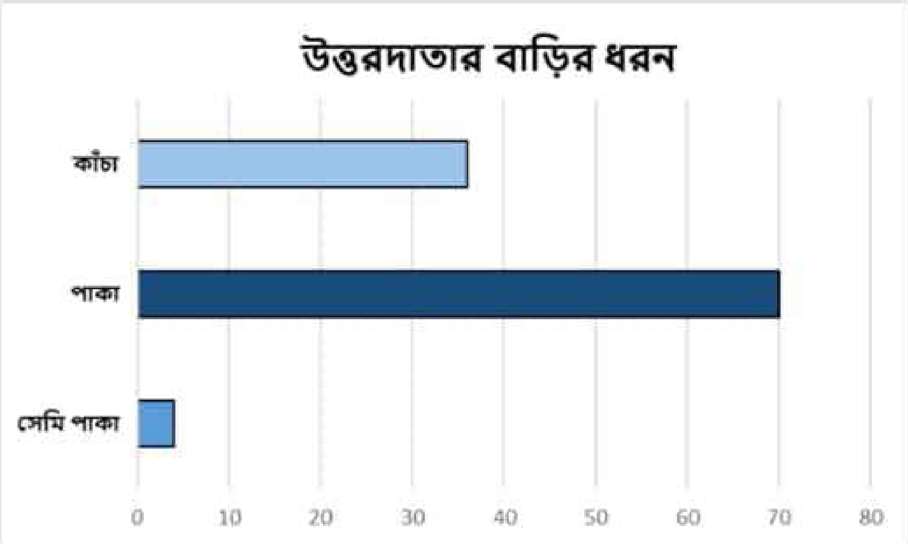

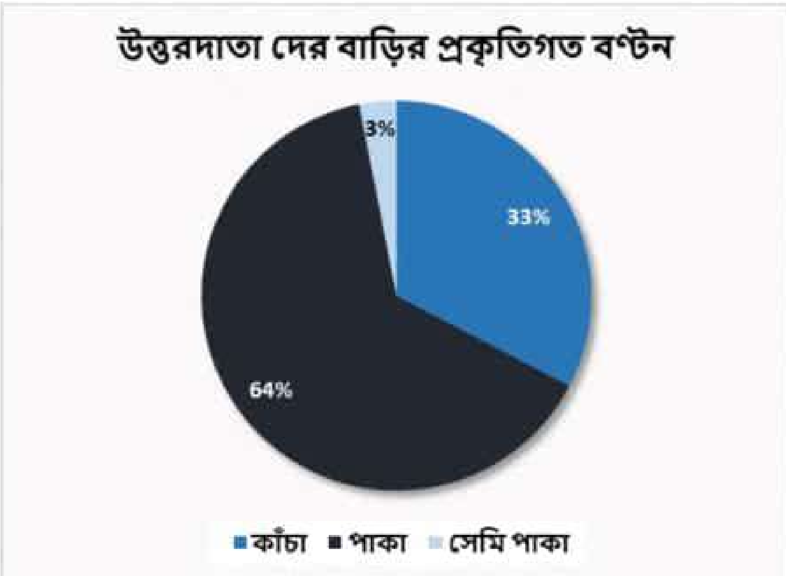

মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি এখানকার মানুষদেরও বেশ কিছু বাড়ির ধরন লক্ষ করা যায়।

এখানে কাঁচা বাড়ির সংখ্যা 36 টি (32%), পাকা বাড়ির সংখ্যা 70 টি (63%) এবং সেমি পাকা বাড়ির সংখ্যা 4 টি (3%)

সারণী সংখ্যা - ৮

উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরন

পরিবারের ধরন	পরিবারের সংখ্যা	শতকরা (%)
একক	65	60%
যৌথ	45	40%

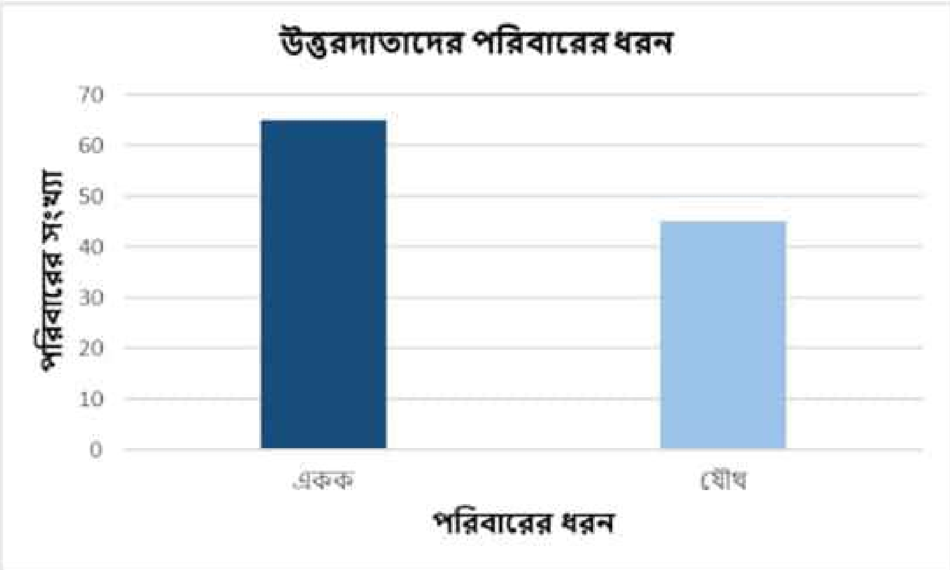

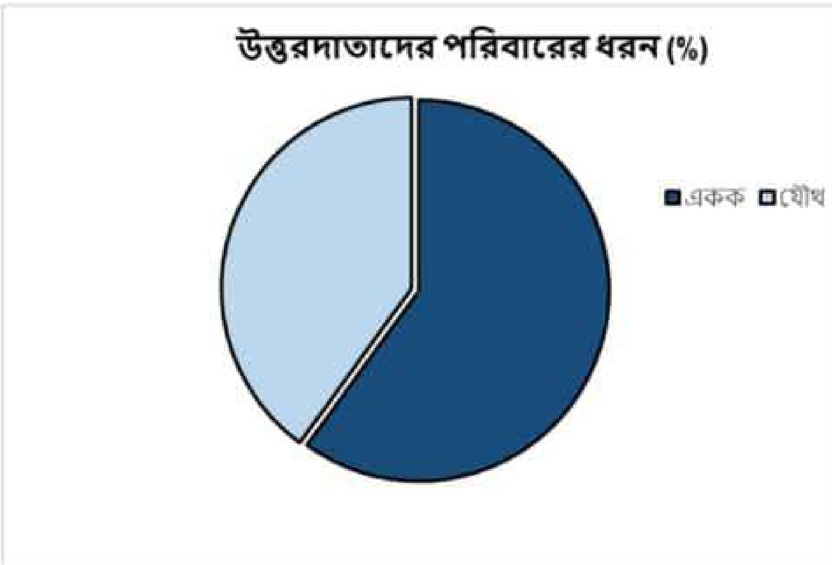

মুরাদপুর গ্রামে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা জানতে ওই গ্রামে দুটি পরিবারের ধরন জানতে পারি। যথা - একক পরিবার এবং যৌথ পরিবার

মুরাদপুর গ্রামে একক পরিবারে থাকেন 65 জন (60%) উত্তরদাতা এবং যৌথ পরিবারে থাকেন 45 জন (40%) উত্তরদাতা।

সারণী সংখ্যা - ৯

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	মোট উত্তরদাতা (জন)	শতকরা(%)
Illiterme	11	10%
I-V	30	27%
VI-X	45	40%
XI-XII	13	11%
BA+	9	8%

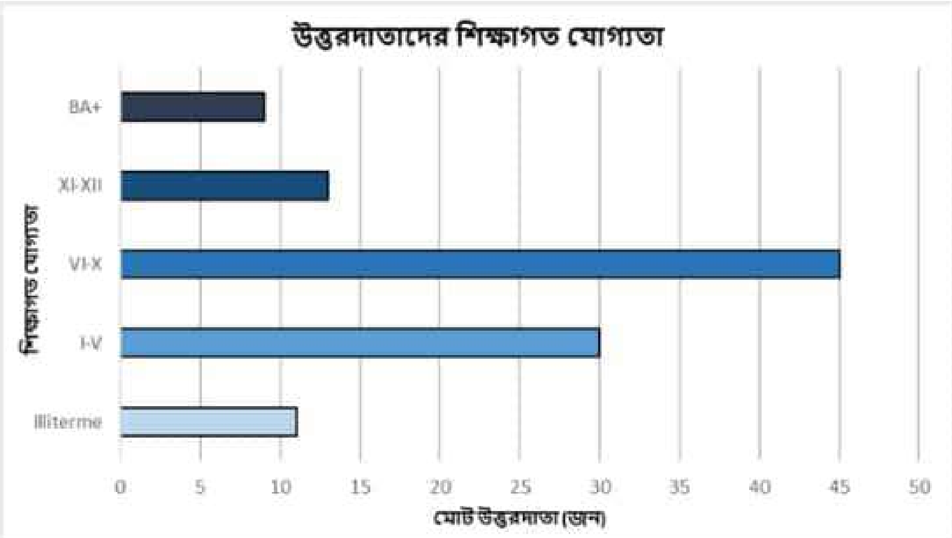

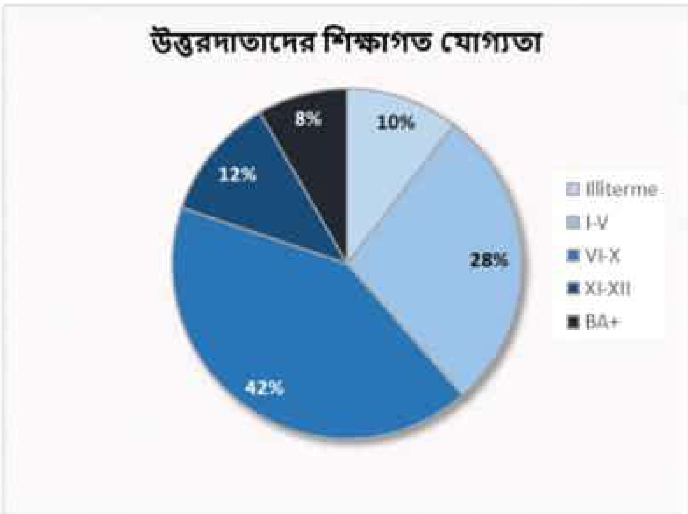

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে মুরাদপুর গ্রামে আমরা ছাত্রছাত্রীরা গবেষণা করতে গিয়ে দেখতে পাই Illitertme 11 জন (10%), I-V পাস 30 জন (27%), VI-X পাস করেছেন 45 জন (40%), XI-XII পাস করেছেন 13 জন (11%) এবং BA পাস করেছেন 9 জন (8%) উত্তরদাতা।

সারণী সংখ্যা- ১০

যৌতুকের উপকরন এর বন্টন

উপকরন	পরিবার	শতকরা (%)
গয়না	13	11%
আসবাবপত্র	19	17%
যানবাহন	0	0%
নগদ টাকা	32	29%
গৃহপালিত পশু	0	0%
যৌতুক না নেওয়া	46	41%

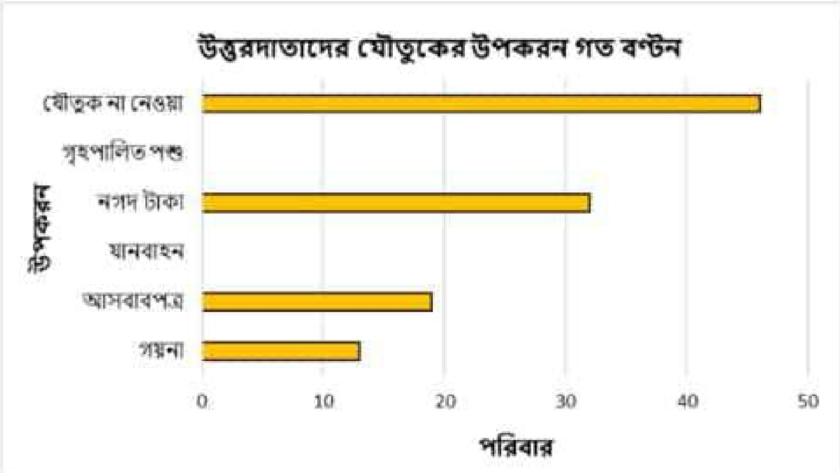

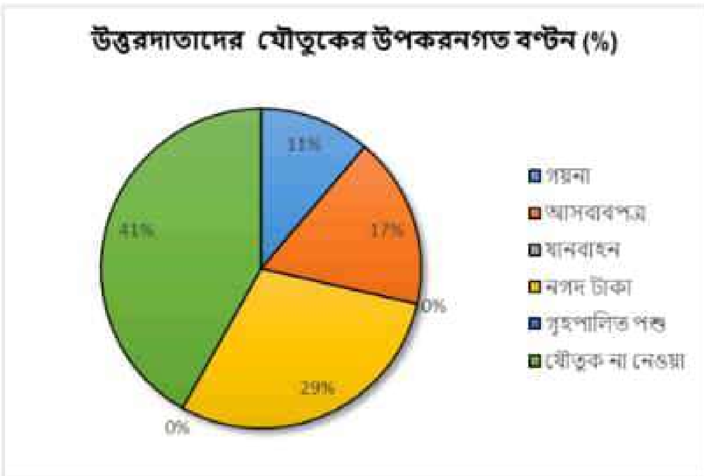

মুরাদপুর গ্রামে আমরা পণপ্রথা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে উত্তরদাতার কাছ থেকে যৌতুকের উপকরন সমন্ধে জানতে পারি যে গয়না দিয়েছেন 13 টি (11%) পরিবার, আসবাবপত্র দিয়েছেন 19টি (17%) পরিবার, যানবাহন কোনো পরিবারই দেননি, নগদ টাকা দিয়েছেন 32 টি (29%) পরিবার, গৃহপালিত পশু কোনো পরিবারই দেননি, কিন্তু কিছুই না নেওয়া পরিবার রয়েছে 46 টি অর্থাৎ 41%

সারণী সংখ্যা - ১১
উত্তরদাতাদের বিবাহের বয়স

বিবাহের বয়স	মোট উত্তরদাতার সংখ্যা (জন)	শতকরা (%)
১১-১৫ বছর	14	12%
১৬-২০ বছর	61	55%
২১-২৫ বছর	16	14%
২৫ বছরের উর্দ্ধে	16	14%
অবিবাহিত	3	2%

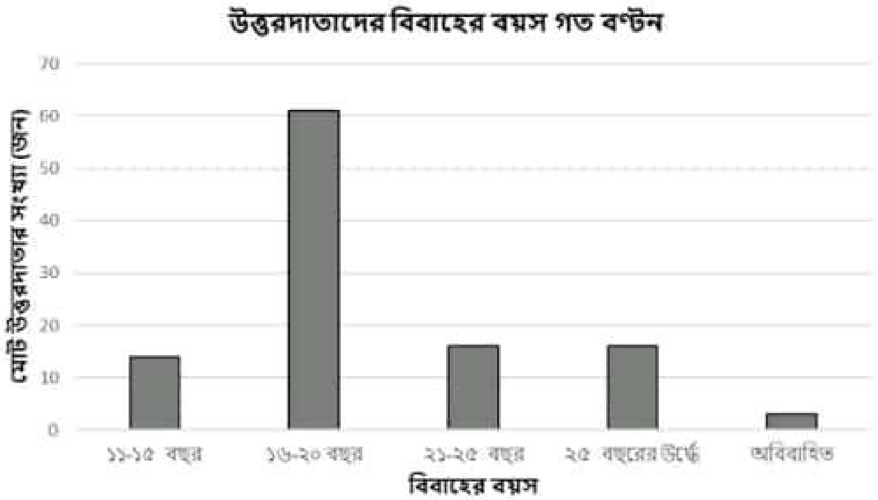

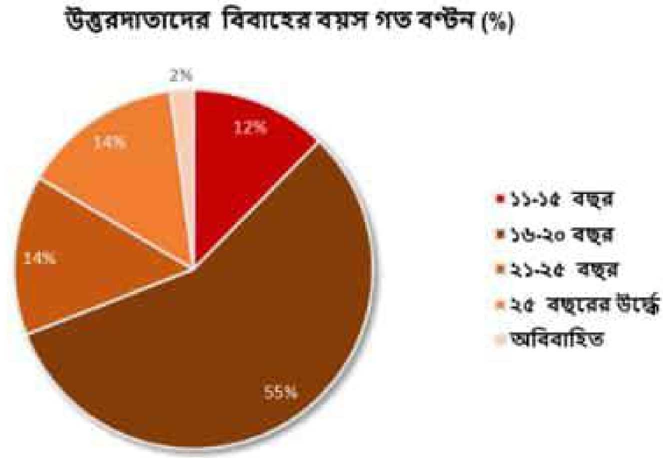

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে পণপ্রথা বিষয়ে মুরাদপুর গ্রামে আমরা উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তাদের বিবাহের বয়স সম্পর্কে জানতে পারি যে, ১১-১৫ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন 14 জন (12%), ১৬-২০ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন 61 জন (55%), ২১-২৫ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন 16 জন (14%), ২৫ বছর বয়সের উর্দ্ধে বিয়ে করেছেন 16 জন (14%) এবং এখনও পর্যন্ত অবিবাহিত রয়েছেন 3 জন অর্থাৎ 2% উত্তরদাতা।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবন বৃত্তি (Case Study)

Case Study -1

নাম	বাদশা বাউরিয়া
বয়স	৬৬ বছর
লিঙ্গ	পুরুষ (M)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	অষ্টম পাস
জাতি	হিন্দু
ধর্ম	হিন্দু
পেশা	চাষবাস
বার্ষিক আয়	৪৫০০০ টাকা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদ পুর গ্রামে বাদশা বাউরিয়া নামক একটি ব্যক্তির বাড়িতে পণপ্রথা বিষয়ে গবেষনা করতে গিয়ে জানতে পারলাম উনি (বাদশা বাউরিয়া) বাড়ির প্রধান কর্তা। উনার বয়স ৬৬ বছর, ধর্ম - হিন্দু। উনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। উনি একটি যৌথ পরিবারে থাকেন। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৬ জন। বাদশা বাউরিয়া বলেছেন ওনার বিয়ের সময় ওনার বয়স ছিল ২১ বছর এবং ওনার স্ত্রীর বয়স ছিল ১৭ বছর।

ওনাকে পণপ্রথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উনি বলেন হ্যাঁ উনি এই এই বিষয়টা জানেন। কিন্তু উনি নিজের বিয়ের সময় মেয়ের বাড়ির থেকে কোনো পণ নেননি অর্থাৎ কোনো দাবি করেননি। তিনি এবং তার পরিবার মেয়ের বাড়ি থেকে যা কিছু দিয়েছিলেন সেটা নিয়েই খুশি ছিলেন। এই পনপ্রথার জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীর ওপর কোনোরূপ অত্যাচার করেননি।

ওনার মতে, পণপ্রথার জন্য দায়ী এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। বর্তমান যুগে তিনি কিন্তু পণপ্রথাকে সমর্থন করেন।

তিনি এটাও বলেন তাঁর একটি মেয়ে সন্তান আছে এবং সেই মেয়ে সন্তানকে বিয়ের সময় যথেষ্ট পরিমানে পণও দেন। তিনি এটাও মনে করেন যে পণ দিলে তাঁর মেয়ে শশুর বাড়িতে ভালো থাকবে। সবশেষে তিনি বলেন যে পণপ্রথা দুর করার জন্য আমাদের কে মানসিক ভাবে সচেতন হতে হবে এবং সমাজ কে অনেক উন্নত হতে হবে।

Case Study -2

নাম	তাপস রানা
বয়স	৫৫ বছর
লিঙ্গ	পুরুষ (M)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	পঞ্চম পাস
জাতি	হিন্দু
ধর্ম	হিন্দু
পেশা	কামার
বার্ষিক আয়	৬০০০০ টাকা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা বিষয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি যে আমরা যে বাড়িতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে ছিলাম সেই বাড়ির প্রধান কর্তার নাম তাপস রানা, বয়স ৫৫ বছর। ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। ওনার পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা ৯ জন। ওনার পরিবারটি একটি যৌথ পরিবার। উনি বিয়ে করেছেন ২০ বছর বয়সে, তখন ওনার স্ত্রীর বয়স ছিল ১৭ বছর।

ওনাকে পণপ্রথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উনি বললেন যে উনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত। উনি নিজেই নিজের বিয়েতে পণ হিসেবে গয়না এবং টাকা নিয়েছেন। এছাড়া কিছু অন্যান্য জিনিসপত্রও নিয়েছেন। উনি মনে করেন যে পণের জন্য মেয়ের পরিবার কে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়না। পণ প্রথার জন্য পরিবারকে কোনো আর্থিক সমস্যারও মুখোমুখিও হতে হয় না । ওনার যদি মেয়ে সন্তান থাকতেন তাহলে উনি মেয়েকে পণ সমেত ১৯ বছর বয়সে তার বিবাহ দিতেন। তিনি পণপ্রথার সপক্ষে উত্তর দিয়েছেন। তিনি এটাও বলেছেন যে যদি পণপ্রথা সমাজ থেকে দূর করতে হয় তাহলে সমাজে শিক্ষার পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে।

Case Study -3

নাম	আকাশী বিবি
বয়স	২২ বছর
লিঙ্গ	মহিলা (F)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	তৃতীয় শ্রেণী পাস
জাতি	মুসলিম
ধর্ম	মুসলিম
পেশা	টোটো চালক
বার্ষিক আয়	১০০০০০ টাকা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি ওনার নাম আকাশী বিবি, বয়স ২২ বছর । উনি একজন মুসলিম পরিবারের মহিলা। উনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ওনারা সকলে যৌথ পরিবারে একসাথে থাকেন। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৬ জন। পরিবারের প্রধান হলেন ওনার স্বামী সেক মনসুর। উনি একজন টোটো চালক। ওনার বার্ষিক আয় ১০০০০০ টাকা।

আকাশী বিবি কে পণপ্রথা নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে তার বিয়ের সময় তার বয়স ছিল ১৮ বছর, তখন ওনার স্বামীর বয়স ছিল ২৫ বছর। হ্যাঁ উনি পণপ্রথা নিয়ে অবগত। যদিও উনি বলেন যে ওনাকে বিয়ের সময় কোনো পণ দিতে হয়নি এবং বিয়ের পরে পণের জন্য ওনার ওপর কোনো অত্যাচারও করা হয়নি।

আকাশী বিবি মনে করেন যে পণপ্রথার জন্য দায়ী আমাদের সমাজ। উনি কিন্তু পণপ্রথা কে সমর্থন করেন না। উনি বলেছেন সমাজে সচেতনতা ও শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে পণ প্রথাকে দূর করতে হবে।

Case Study -4

নাম	কবিতা রানা
বয়স	৫০ বছর
লিঙ্গ	মহিলা (F)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	দ্বিতীয় পাস
জাতি	হিন্দু
ধর্ম	হিন্দু
পেশা	চাষবাস
বার্ষিক আয়	৬০০০০ টাকা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে কবিতা রানা নামক এক মহিলার বাড়িতে পণপ্রথা সম্পর্কে সমীক্ষা করতে জানতে পারি মহিলার বয়স ৫০ বছর। উনি দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। উনার স্বামীর নাম সুশান্ত রানা। উনি পেশায় একজন চাষী। সুশান্ত রানা বছরে ৬০০০০ টাকা আয় করেন। ওনারা একসাথে যৌথ পরিবারে বসবাস করে, যেখানে মোট সদস্য সংখ্যা ১০ জন। ওনাদের বিয়ের সময় কবিতা রানার বয়স ছিল ১৭ বছর এবং ওনার স্বামীর বয়স ছিল ৩০ বছর।

ওনাকে পণপ্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উনি বলেন - হ্যাঁ উনি পণপ্রথা বিষয়টি জানেন। কবিতা রানা বলেন উনার বিয়ের সময় ওনার পরিবার থেকে ছেলের পরিবারকে পণ হিসেবে নগদ টাকা দিয়েছেন। কবিতা রানার সাথে তার স্বামীর সম্পর্ক বেশ ভালোই ছিল। বিয়ের পর স্বামী বা স্বামীর পরিবারের কেউই কোনোরকম অত্যাচার করেননি।

কবিতা রানা বলেন যে তিনি মনে করেন পণপ্রথার জন্য কেউই দায়ী নয়। এই বর্তমান সমাজে দাড়িয়ে উনি পণপ্রথা কে সমর্থন করেন। উনি এটাও বলেন যে ওনার সন্তান হলে উনিও পণ দেবেন না নেবেন।

Case Study -5

নাম	সেক রবিউল
বয়স	২২ বছর
লিঙ্গ	পুরুষ (M)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	মাধ্যমিক পাস
জাতি	মুসলিম
ধর্ম	মুসলিম
পেশা	মজদুর
বার্ষিক আয়	১০০০০০ টাকা

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা নিয়ে সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পাই যে আমরা যে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম সেই বাড়িতে উত্তরদাতার নাম হল সেক রবিউল। তার বয়স ২২ বছর। তিনি মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তাঁর পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৮ জন। তার বয়স ছিল ২২ বছর। তিনি একজন মজদুর। তার বার্ষিক আয় ১০০০০০ টাকা। তাকে পণপ্রথা নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে তার এখনও বিবাহ হয়নি এবং তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত নন।

Case Study -6

নাম	সাবিনা বিবি
বয়স	২৩ বছর
লিঙ্গ	মহিলা (F)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	অষ্টম শ্রেণী পাস
জাতি	মুসলিম
ধর্ম	মুসলিম
পেশা	ব্যবসা
বার্ষিক আয়	৫৫০০০ টাকা

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পণপ্রথা নিয়ে একটি সমীক্ষা করতে গিয়ে সাবিনা বিবি নামে এক মহিলার থেকে আমরা জানতে পারি সাবিনা বিবির বয়স ২৩ বছর। সাবিনা বিবি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। সাবিনা বিবির স্বামী পরিবারের প্রধান, নাম- সেক কুরবান। ওনার পরিবারের বার্ষিক আয় ৫৫০০০ টাকা। ওনার পেশা উনি একজন ব্যবসায়ী। সাবিনা বিবি তাঁর স্বামী ও দুই ছেলে নিয়ে একক পরিবারে থাকেন।

ওনাকে পণপ্রথা নিয়ে প্রশ্ন করায় উনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত বলে জানান। এখানে উত্তরদাতা সাবিনা বিবির বিয়ের সময় বয়স ছিল ১৮ বছর এবং তাঁর স্বামীর বয়স ছিল ২৬ বছর। তবে সাবিনা বিবি এটাও বলেন ওনার বিয়েতে পণ দেওয়া হয়েছিল। ওনার শশুর বাড়ির লোক টাকা, গয়না পণ হিসাবে দাবি করেছিলেন। তবে বিয়ের পর ওনার ওপর পণের জন্য কোনো রকম অত্যাচার করা হয়নি। পণ দিতেও ওনার বাবার বাড়ির কোনো সমস্যা হয়নি। সাবিনা বিবি বলেন যে পণপ্রথার জন্য কেউ দায়ী নয়। তবে বর্তমান সমাজে দাড়িয়ে উনিও পণপ্রথা কে সমর্থন করেন না । সাবিনা বিবি বলেন যে ওনার মেয়ে হয় তাহলে উনি তাকে ২১ বছর বয়সে বিবাহ দিয়ে দেবেন। তবে ওনার মেয়ে কে বিয়ে দেওয়ার সময় উনি ভীষণ ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

তিনি এটাও মনে করেন, পণ প্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয়। উনি কিন্তু পণ দেওয়া-নেওয়ার পক্ষে একদমই নয়। পরিশেষে সাবিনা বিবি বলেন যে পণপ্রথা দূর করা যাবে সমাজে জনমত গঠন ও সমাজে সচেতনতার মাধ্যমে।

Case Study -7

নাম	শেফালী রানা
বয়স	৬৫ বছর
লিঙ্গ	মহিলা (F)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	চতুর্থ শ্রেণী পাস
জাতি	হিন্দু
ধর্ম	হিন্দু
পেশা	মজুর
বার্ষিক আয়	৪০০০০ টাকা

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা নিয়ে একটি সমীক্ষা করতে জানতে পারি যে উত্তরদাতার নাম শেফালী রানা, বয়স ৬৫ বয়স। উনি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। উনি একজন হিন্দু পরিবারের মহিলা। ওনার স্বামীর নাম বাদল রানা। উনি একজন মজুর। বাদল রানা বছরে ৪০০০০ টাকা আয় করেন। ওনার সবাই মিলে যৌথ পরিবারে বসবাস করেন। শেফালী রানার বিয়ে হয়েছিল ১৬ বছর বয়সে, তখন ওনার স্বামীর বয়স ছিল ২১ বছর।

শেফালী রানাকে পণপ্রথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উনি বলেন উনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত। উত্তরদাতা শেফালী রানা জানান যে ওনাকে বিয়ের সময় কোনো পণ দিতে হয়নি। বিয়ের পর পণের জন্য ওনার ওপর কোনোরকম অত্যাচার করা হয়নি। উনি মনে করেন যে পণপ্রথার জন্য দায়ী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে উনি পণপ্রথা কে কোনো ভাবেই সমর্থন করেননা। শেফালী রানা বলেন যে ওনার যদি মেয়ে থাকত উনি তাকে ১৯ বছর বয়সে বিয়ে দিতেন। মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় উনি এবং উনার পরিবার বিভিন্ন সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং বিয়ের সময় কোনো পণ দিতেন না।

উনি মনে করেন পণপ্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয়। এই পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে উনি বলেন যে পণপ্রথা দূর করার জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

Case Study -8

নাম	অঞ্জলী রানা
বয়স	৪৭বছর
লিঙ্গ	মহিলা (F)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	সপ্তমশ্রেণী পাস
জাতি	হিন্দু
ধর্ম	হিন্দু
পেশা	সরকারি চাকরি
বার্ষিক আয়	১৫০০০০ টাকা

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি যে উত্তরদাতা নাম অঞ্জলী রানা। উত্তরদাতার বয়স ৪৭ বছর। অঞ্জলী রানা সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ওনার বাড়ির প্রধান কর্তা অর্থাৎ ওনার স্বামীর নাম মাধব চন্দ্র রানা। তিনি পেশায় একজন সরকারি চাকরজীবী মানুষ। ওনাদের একটি যৌথ পরিবার রয়েছে। অঞ্জলী রানার বিয়ে হয়েছিল ১৭ বছর বয়সে, তখন ওনার স্বামীর বয়স ছিল ২৫ বছর। উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করা হলে উনি বলেন উনি পণপ্রথা সম্পর্কে জানেন। ওনার বিয়েতে নগদ টাকা পণ হিসাবে দিতে হয়েছিল ছেলের বাড়ির লোককে। বিয়ের পরে পণের জন্য ওনাকে কোনো অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি।

অঞ্জলী রানা মনে করেন পণপ্রথার জন্য কেউ দায়ী নয়। এই বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে উনি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন। উনি এটাও বলেন যে পণপ্রথা একটি পরিবারের আর্থিক সংকটকেও দূর করে। ওনার যদি কন্যা সন্তান থাকত, তাহলে তাকে উনি ২১ বছর বয়সে বিয়ে দিতেন এবং বিয়ে দেওয়ার সময় উনি কোনোরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন না বলে জানিয়েছেন।

তবে অঞ্জলী রানা বলেন যে এই পণপ্রথা দূর করা যাবে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে। পণপ্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয়। উনি কিন্তু পণ দেওয়া-নেওয়ার পক্ষে না, কিন্তু তবুও এটি সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বলে উনি মনে করেন। উনি এটাও বলেন যে পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। সবশেষে উনি এটা বলেন যে এই পণপ্রথা দূর করার জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়
সারাংশ ও উপসংহার

এই অধ্যায়ে পুরো গবেষণালব্ধ বিষয়টিকে সারাংশের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং শেষে উপসংহার দেওয়া হয়েছে।

এই গবষণাটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—

i) প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ভূমিকা।
ii) দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ।
iii) তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে জীবন বৃত্তি।
এবং
iv) চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে সারাংশ ও উপসংহার।

প্রত্যেকটি অধ্যায়ের মূল বক্তব্যটিকে আলোচনাবিদ হিসাবে সারাংশের মাধ্যমে নিম্নে আলোচনা করলাম।

আমি একজন গবেষণাবিদ হিসাবে প্রথমে প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ভূমিকাটির সারাংশ আলোচনা করলাম আমরা সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী। আমাদেরকে হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা ওপর গবেষনা করতে পাঠানো হয়েছিল। তাই প্রথম অধ্যায়ের ভূমিকাতে আমরা পণপ্রথা যে একটি সামাজিক সমস্যা তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রথমে দিলাম পণপ্রথার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, প্রাকৃতিক সমস্যা, নীতিগত সমস্যা এবং পণপ্রথা বিষয়ে কিছু সমালোচনা, পণপ্রথার ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য, বিষয় পর্যালোচনা, পুস্তক পর্যালোচনা। এরপর গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণালব্ধ পদ্ধতি ও গবেষণার অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় গুলিকে আমরা তুলে ধরেছি। আমাদের এই সমীক্ষাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে পণপ্রথা বিষয়টি কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা তুলে ধরা, এই পণপ্রথার ফলে মানুষকে কী কী সমস্যার সম্মূখীন হতে হয়েছে এবং গবেষণাটি করতে গিয়ে আমরা কী কী অসুবিধায় পড়েছি তা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এই গবেষণাটির ওপর একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে আমরা একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করেছিলাম। সেই প্রশ্নপত্রে মোট 43 টি প্রশ্ন ছিল। যা আমরা উত্তরদাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং সেইসঙ্গে প্রাপ্ত উওরগুলির মাধ্যমে আমরা 11 টি সারণী তৈরি করেছি। এই সারণী গুলির মাধ্যমে আমরা কিছু তথ্য পেশ করেছি। এই সারণীটির মধ্যে ছিল উত্তরদাতার বয়স, জাতি, ধর্ম, পেশা, বাড়ির ধরন, পরিবারের ধরন, শিক্ষা, বিবাহের বয়স এবং যৌতুকের

উপকরন ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা সারণীটির মাধ্যমে টেবিল তৈরি করেছি এবং বিভিন্ন টেবিল গুলি সূত্র ও ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমি মুরাদপুর গ্রামের উত্তরদাতাদের কাছে থেকে পাওয়া উত্তরগুলো সংগ্রহ করেছি এবং তাদের সবার জীবন বৃত্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি মোট ৪ টি পরিবারের জীবন বৃত্তি এখানে আলোচনা করেছি। 11ই ফেব্রুয়ারি থেকে 14ই ফেব্রুয়ারি আমি উত্তরদাতারদের জীবন সম্পর্কে যা জেনেছি সেগুলি এখানে বিশ্লেষণ করেছি। যাকে মেথডলজি গবেষণা বলা হয়। একটি জীবন বৃত্তির সাথে অন্য জীবন বৃত্তির কোনো মিল নেই কারণ, সবার জীবন বৃত্তি এক নয়।

উপসংহারে যে সকল বিষয় গুলিকে আমরা ওপরে আলোচনা করেছি তার অন্যতম হল পণপ্রথার কারণ ও ফলাফল গুলি আমরা বিশ্লেষণ করে যে তথ্য পেয়েছি সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

আমাদের সমাজে এখন অনেক বাবা-মা মেয়ের বিয়েতে ছেলেদের বাড়িতে পণ দিতে পারছেন না। এই যৌতুক দিতে না পারায় তার মেয়ের ওপর অনেক অত্যাচার করা হয়ে থাকে। মেয়েটাকে যৌতুক না পাওয়ার জন্য ডিভোর্স দিচ্ছে নাহলে মেরে ফেলছে। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যাতে বিয়ের সময় কোনো পণ দিতে না হয় বা পণ দেওয়ার জন্য কোনো মেয়ের পরিবারকে বিপদে না পড়তে হয় এবং কোনো মেয়েকে মারা যেতে না হয় — এই বিষয়ে আমাদের আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই আমি মনে করি আমাদের পণপ্রথা বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করাটা সার্থক।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি
(Reference Book)

1) আহুজা. এম. ১৯৯৬ : 'টুইংসোজ', নিউ এজ়, নিউ দিল্লি।

2) আহুজা. আর. ১৯৯৬ : "সোসিওলজিকাল ক্রাইমিনোলজি", নিউ এজ়. নিউ দিল্লি।

3) আহুজা. রাম. ১৯৯৭ : "সোশ্যাল প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া" রাউত পাবলিকেশন. জয়পুর।

4) চট্টোপাধ্যায়. কে.: ১৯০০, "ডাওরি এজ় এ সোশাল প্রবলেম" কলকাতা।

5) চক্রবর্তী. এ. কে.: ১৯৭৩, "সাবজেক্ট অফ সোসিওলজি" কলকাতা পাবলিকেশন।

6) হবআওয়ার. এইচ. টি. ১৯০৬: "মোরালস ইন ইভুলেশান" হবআওয়ার পাবলিকেশন. দিল্লী।

7) নিউবর. জে. এস. ১৯১৫: "দা মেটেরিয়াল কালচারাল এন্ড সোশাল ইনস্টিটিউশন অফ দা পিপল" এস পাবলিকেশন. কলকাতা।

8) নিউবর. জে. কে., ১৯১৫: "সোসিওলজিকাল ইন্ট্রোডাকশন" দিল্লি পাবলিকেশন, নিউ দিল্লি।

9) নিউবর. এইচ. এস. ১৯০০: "সেলজারি ইজ় এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেম", দাস পাবলিকেশন, কলকাতা।

10) ডাবলু ডাবলু ইন ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট (ওয়েবসাইটের নাম)।

GPS Map Camera
Nankarchak, West Bengal, India
3WH2+G3F, Nankarchak, West Bengal
721625, India
Lat 22.07874°
Long 87.90037°
12/02/23 04:56 PM GMT +05:30
Google

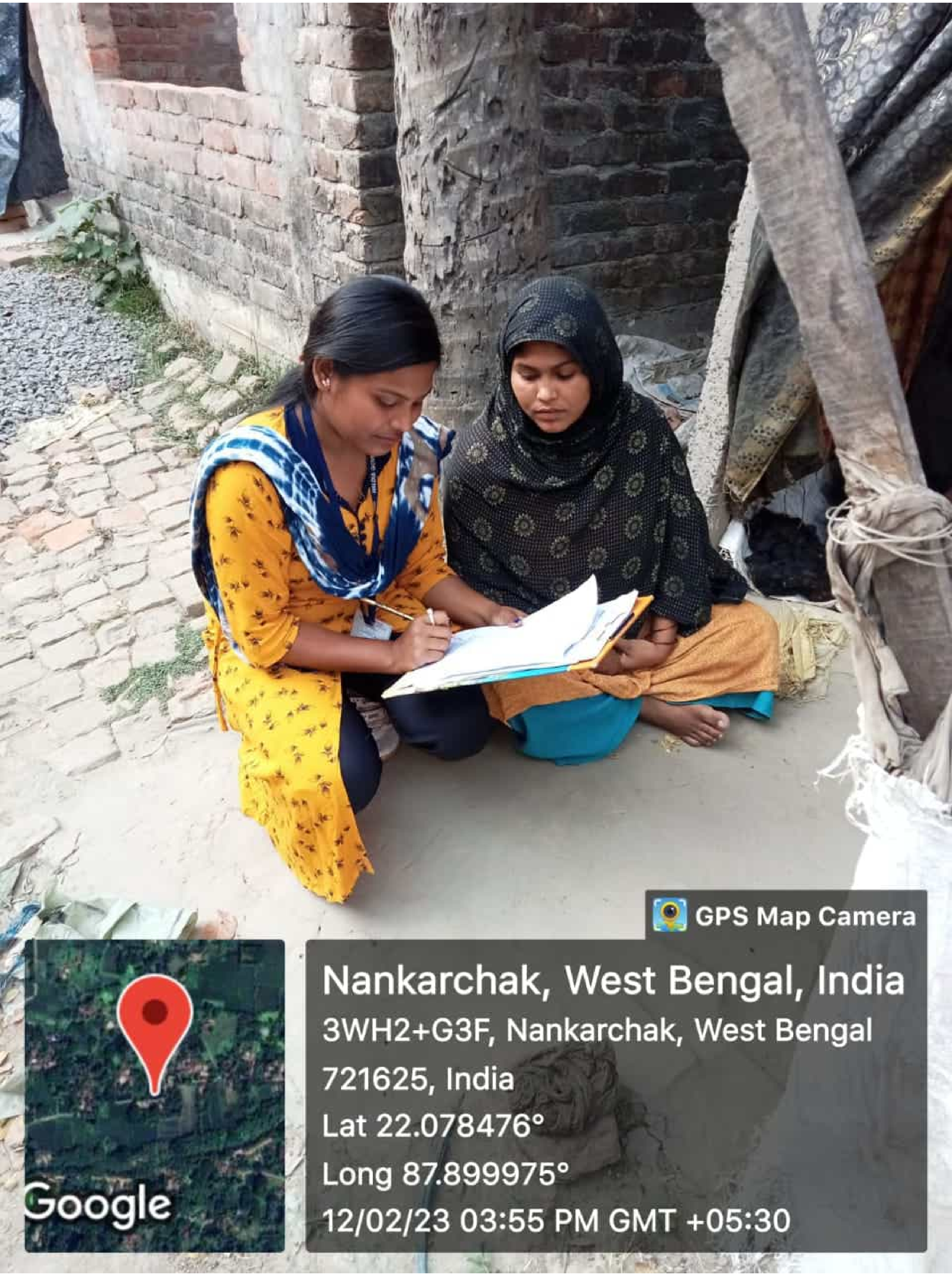
GPS Map Camera
Nankarchak, West Bengal, India
3WH2+G3F, Nankarchak, West Bengal
721625, India
Lat 22.078476°
Long 87.899975°
12/02/23 03:55 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Nankarchak, West Bengal, India
3WH2+G3F, Nankarchak, West Bengal
721625, India
Lat 22.078691°
Long 87.899671°
12/02/23 04:12 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WH2+HP4, Muradpur, West Bengal
721625, India
Lat 22.07889°
Long 87.901515°
12/02/23 03:49 PM GMT +05:30
Google

HALDIA GOVERNMENT COLLEGE

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

সমাজবিদ্যা বিভাগ

প্রশ্নতালিকা

বিষয় : পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি

[Dowry as a Social Problem]

---

১) নাম :

২) বয়স :

৩) জাতি :

৪) ধর্ম :

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৬) পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :

৭) পরিবারের প্রধান কর্তা :

৪) পরিবারের বার্ষিক আয় :

৯) বাড়ি : ১) কাঁচা ☐
২) পাকা ☐

১০) পেশা :

১১) পরিবারের ধরণ : ১) জৌথ ☐
২) একক ☐

১২) আপনার কত সালে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৩) আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৪) আপনার স্বামী / স্ত্রীর বিয়ের সময় কত বছর বয়স হয়েছিল ?

➡

১৫) পনপ্রথা সম্পর্কে আপনি কি অবগত : ১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

১৬) আপনার বিয়েতে কি পন দিতে হয়েছিল ? যদি হয় তাহলে কি কি ?

➡

➡

১৭) আপনার বাবার বাড়ির লোকেরা কি ভাবে পন দিয়েছিল ?

১) নগত টাকা ☐

২) জিনিসপত্র ☐

১৮) আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কি রকম ?

➡

১৯) বিয়ের পর পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

২০) পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তবে কি রকম সমস্যা হয়েছিল ?

➡

➡

২১) পরিবারের মধ্যে আপনি যে অত্যাচারিত হচ্ছেন তার ধরনবলী কীরকম ?

৩) শারিরিক ☐

২) মানসিক ☐

৩) উভয়ই ☐

২২) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে তাহলে কারা করেছিল ?

➡

২৩) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ স্বরুপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তাহলে কি রকম ?

➡

➡

২৪) পনের জন্য এখনো কি আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

➡

২৫)আপনার মতে পনপ্রথা জন্য কারা দায়ী ?

➡

২৬) বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আপনি কি পনপ্রথাকে সমর্থন করেন ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৭) আপনার কি মনে হয় পনপ্রথা কোনো পারিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৮) পন দিলে কি মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মযাদার অধিকারী হয় ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৯) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ কি বাড়ছে ?

১)হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

৩০) আপনার মেয়ে সন্তান হলে আপনি কি পন দেবেন?

১)হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩১) আপনার মেয়ের বিয়ে কত বছর বয়সে দেবেন ?

➡

৩২) আপনার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় আপনি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৩) কি ভাবে সমাজে পনপ্রথা দূর করা যাবে ?

১) শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ☐

২) জনমত গঠনের মাধ্যমে ☐

৩) যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে ☐

৪) সচেতনতার মাধ্যমে ☐

৩৪) আপনার মতে পনপ্রথা কি একটি ঘৃনাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৫)পনপ্রথা কি একটি জলন্ত বিষয় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৬) আপনি কি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রাতা পনপ্রথার একমাত্র কারন ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৭) আপনি কি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৮) আপনি কি মনে করেন পনপ্রথার জন্য বাবা/মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৯) পনপ্রথা কি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪০) সরকারের কি পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যাবস্থা নাওয়া উচিত ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪১) আপনি বিয়ের সময় পন নয় বিষয়টিকে তরান্বিত করতে চান ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪২) পনপ্রথার প্রভাব গুলি কি কি ?

১) বধূ নির্যাতন ☐

২) বধূ হত্যা ☐

৩) অন্যান্য ☐

৪৩) পনপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এই বিষয় আপনার পরামর্শ কি হতে পারে ?

➡

সমিক্ষকের স্বাক্ষর